ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 170 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩২৬ ● কলকাতা ● ১৮ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 133

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ঐ বিশেষ স্থানের বীজকে গুরুদেব প্রতিদিন আলাদা দিক থেকে, চারদিক থেকে শক্তি দিতেন। প্রথমে তিনি বীজের পূর্বদিকে বসে শক্তিগ্রহণ করতেন এবং বীজকে শক্তি দিতেন। পরে দক্ষিণ দিকে বসতেন ও বীজকে শক্তি দিতেন। আর পরে পশ্চিমদিকে বসে শক্তিগ্রহণ করতেন ও শক্তি দিতেন।

ক্রমশঃ

উন্নয়নের পথে SIR বাধা? নবান্নের পাল্টা ২৩ আধিকারিকের 'স্পেশাল মনিটরিং স্কোয়াড'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর -এর চাপে যাতে জনমুখী প্রকল্পের কাজ ব্যাহত না হয়, তার জন্য আগেই ডিএম-সহ জেলাস্তরের আধিকারিকদের আগেই সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মঙ্গলবার নবান্নে 'উন্নয়নের পাঁচালি' প্রকাশ করে সেই বক্তব্য আরও স্পষ্ট করে দেন মমতা। কে কোন জেলায় তা ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে গিয়েছে। কলকাতা পুরসভায় শান্তনু বসু, পূর্ব মেদিনীপুরে বিনোদ কুমার, পশ্চিম মেদিনীপুরে মণীশ জৈন, পুরুলিয়ায় সঞ্জয় বনশল, ঝাড়গ্রামে ছোটেন ডি লামা, বাঁকুড়ায় রশ্মি কমল, আলিপুরদুয়ারে কৌশিক ভট্টাচার্য, জলপাইগুড়িতে দুষ্মন্ত নারিয়াল, দার্জিলিং-এ মৌমিতা গোদারা বসু, কোচবিহারে রাজেশকুমার সিনহা, কালিম্পং-এ সৌমিত্র মোহন, উত্তর দিনাজপুরে শুভাঞ্জন দাস, মালদায় পি উলাগানাথন, দক্ষিণ

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

নাগাল্যান্ডের 'ডিয়ার গঙ্গা' লটারির জাল লটারি র‍্যাকেটের পর এবার জাল ভুটান লটারির হদিশ মিললো ঝাড়গ্রামের লালগড়ে

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

নাগাল্যান্ডের 'ডিয়ার গঙ্গা' জাল লটারি কাণ্ডের পর ফের রাজ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল জাল লটারি সিন্ডিকেট। ফের রাজ্যের লটারির বাজারে বড়সড় বিস্ফোরণ। এবার ভুটান লটারির নামে লক্ষ লক্ষ টাকার জাল কারবারের হদিশ মিলল ঝাড়গ্রামের লালগড়ে। দীর্ঘ নজরদারির পর বুধবার সন্ধ্যায় লালগড় বাজারে ডিডিআই ও সিআইডি যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করে শম্ভুরুই দাস নামে এক দোকানদারকে। তদন্ত সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই লালগড়ের এস-আই চক এলাকায় নীরবে চলছিল জাল ভুটান লটারির ব্যবসা। লটারির নম্বর ও ফলাফলের সঙ্গেও থাকত কারসাজি। বহু গ্রাহক প্রতারণার শিকার হয়েছেন বলেই দাবি তদন্তকারীদের। কোথা থেকে আসে আসল লটারির কাগজ, কোথায় বসে তার নকল? মুদ্রণ থেকে বিলি— গোটা প্রক্রিয়ার উপরেই নজর রাখছিল ডিডিআই ও সিআইডি। সঠিক সূত্র হাতে আসতেই বুধবার হানা। অভিযানের সময় ধৃতের দোকান থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ ভুটান লটারি টিকিট এবং লেনদেনের খাতা। তদন্তকারীদের অনুমান করে দাবি, লটারির মাধ্যমে অর্থ পাচার এবং বহু স্তরে কমিশন ভাগাভাগির চক্র সক্রিয় থাকতে পারে। শুধু লালগড় নয়, সংযোগ থাকতে পারে ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া-পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধৃত শম্ভুরুই দাসকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তদন্তের স্বার্থে ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। আদালত স্পষ্ট জানায়, কারা নেপথ্যে, কীভাবে রাজ্যজুড়ে ছড়িয়েছে জাল লটারির জাল, তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চাই। অভিযানের বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য—

"এটি শুধু লটারি প্রতারণা নয়, অর্থ চক্রের বড় নেটওয়ার্ক। সূত্র ধরে আরও গ্রেপ্তার হতে পারে।" রাজ্যজুড়েই একের পর এক উঠে আসছে জাল লটারি চক্রের সন্ধান। প্রশাসনের স্পষ্ট ঘোষণা "অবৈধ লটারি ব্যবসা রুখতে অভিযান আরও তীব্র হবে।"এই র‍্যাকেট ঠিক কত দূর বিস্তৃত, কত স্তরে ভাগ হয় অর্থ, কারা পৃষ্ঠপোষক— তার উত্তরই দেবে আগামী কয়েক দিনের তদন্ত।

নতুন ষড়যন্ত্রের ছক মাসুদের

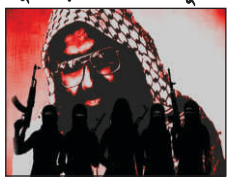

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অপারেশন সিঁদুরে জইশের কোমর ভেঙে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। মৃত্যু হয় জঙ্গি নেতা মাসুদ আজাহারের পরিবারের ১১ সদস্যের। সেই ধাক্কা সামলে ফের ঘর গোছানোর চেষ্টা করছে জইশ। সম্প্রতি, সংগঠনের ইতিহাসে প্রথমবার মহিলা ব্রিগেড তৈরির কথা ঘোষণা করে তারা। এবার জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই সেই ব্রিগেডে যোগ দিয়েছেন পাঁচ হাজার মহিলা।নিজের আগের বার্তায় জইশের মহিলা ব্রিগেডের প্রশিক্ষণ-সহ অন্যান্য বিষয়ের রূপরেখার বর্ণনা করেন মাসুদ। তিনি জানান, জইশের পুরুষ ব্রিগেডের মতোই মহিলা ব্রিগেডকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানায় জইশ প্রধান। মাসুদের কথায়, পুরুষ জঙ্গিরা ১৫ দিনের 'দৌরা-ই-তারবিয়াত' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। তেমনি জামাত-উল-মোমিনাতে যোগ দেওয়া মহিলারাও 'দৌরা-ই-তাসকিয়া' নামের একটি প্রশিক্ষণ নেবে। প্রথম পর্বে পাশ করলে দ্বিতীয় পর্বের প্রশিক্ষণ দৌরা-আয়াত-উল-নিশা শুরু হবে। এই প্রশিক্ষণ ভাওয়ালপুরের মারকাজ উসমান-ও-আলিতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। নিজেদের পন্থা বদলে মহিলাদের সংগঠনে যুক্ত করলেও তাদের উপরে কড়া নিয়মের বাঁধন রাখছে জইশ। মাসুদ জানায়, মহিলা ব্রিগেডে যারা যোগ দেবে, তারা নিজেদের স্বামী অথবা পরিবার বাদ দিয়ে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে ফোন অথবা অন্য কোনও উপায়ে যোগাযোগ করতে পারবে না।নিরাপত্তা বাহিনীর সন্দেহ, জইশ-ই-মহম্মদের নতুন মহিলা শাখা, জামাত-উল-মোমিনাত-এ প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি মহিলাকে নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে, ওই মহিলাদের মৌলবাদী শিক্ষা চলছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই শাখার নিয়োগ প্রসঙ্গে পোস্ট করেছেন মাসুদ আজাহার। আজহার নিজের পোস্টে লিখেছে, "আল্লাহর কৃপায় কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পাঁচ হাজারেরও বেশি বেশি

এরপর ৩ পাতায়

চাকরি বহালের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে লড়তে চান বিকাশ, পাশে দাঁড়াল সিপিএম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সিপিএম ভাঙবে তবু মচকাবে না। তাদের সিদ্ধান্তে এবার এমনই মনে করছেন চাকরিপ্রার্থীরা। কারণ সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী ও রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভটাচার্য এখন কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়তে চান। তবে এখানে তিনি একটা শর্ত রেখেছেন। সেটি হল, কেউ যদি বিষয়টি নিয়ে মামলা করেন তাহলে বিকাশবাবু সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করবেন।অন্যদিকে বিকাশরঞ্জনের উপর কোনও নির্দেশ জারি করতে চাইছে না সিপিএম। সুতরাং এখন বিকাশবাবু কী করবেন সেটা তাঁর 'ব্যক্তিগত বোধে'র

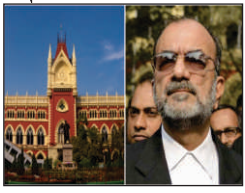

উপরেই ছাড়তে চেয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এই বিষয়ে মহম্মদ সেলিম বলেন, 'আমরা পার্টির পক্ষ থেকে কোনও নির্দেশ তাঁকে আগেও দিইনি। এখনও দেব না। কারণ, পেশাগতভাবে তিনি কী করবেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। সবটাই নির্ভর করে তাঁর বোধের উপর। কোনও ডাক্তারকে তো আমরা বলি না যে, এই রোগীর অস্ত্রোপচার করবেন না।' সুতরাং এভাবে কার্যত সিপিএম বিকাশরঞ্জনের পাশেই দাঁড়াল বলে মনে করা হচ্ছে। তবে আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এমন সিদ্ধান্ত সিপিএমের কাছে ব্যুমেরাং হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।এভাবে তিনি মামলা করার জন্য উস্কানি দিচ্ছেন বলে মনে করছেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। আসলে কলকাতা হাইকোর্টের এই রায় মানতে পারছেন না আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য।

এখন দেখার বিষয় কে বা কারা কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান।

এরপর ৬ পাতায়

(১ম পাতার পর)

উন্নয়নের পথে SIR বাধা? নবান্নের পাল্টা ২৩ আধিকারিকের 'স্পেশাল মনিটরিং স্কোয়াড'

দিনাজপুরে সুরেন্দ্র গুপ্ত, মুর্শিদাবাদে পি বি সেলিম, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নারায়ণস্বরূপ নিগম, হাওড়ায় অন্তরা আচার্য, নদিয়ায় রাজেশ পাণ্ডে, উত্তর ২৪ পরগনায় পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকি, হুগলিতে ওঙ্কার সিং মীনা, বীরভূমে শরদকুমার দ্বিবেদী, পূর্ব বর্ধমানে বন্দনা যাদব, পশ্চিম বর্ধমানে বরুণকুমার রায়। এদিনই আরও ১৪ জনের একটি টিম গঠন করা হয়েছে যাঁরা ওই আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট দেবেন মুখ্যমন্ত্রীকে।জানিয়ে দেন, কাজে নজরদারির জন্য জেলায় জেলায় যাবেন বিশেষ পর্যবেক্ষকরা। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দেন, এর জন্য শীর্ষ আধিকারিকদের বিশেষ দল গড়ে দেওয়ার।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর বুধবারই রাজ্যের ২৩ শীর্ষ পর্যায়ের আইএএস-দের নিয়ে এই পর্যবেক্ষক দল তৈরি করে নির্দেশিকা জারি করে দিল রাজ্য সরকার। মুখ্যসচিবের স্বাক্ষর করা সেই নির্দেশ অনুযায়ী, কোন আইএএস কোন জেলায় যাবেন তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মুখ্যসচিব ওই নির্দেশ জানিয়েছেন, বাংলার বাড়ি প্রকল্পের যে কাজ চলছে, পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্প বাস্তবায়িত করা, আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানের অধীনে পরিচালিত কাজ তদারকি করার লক্ষ্যে এবং জনসাধারণের অভিযোগের প্রতিকার পর্যবেক্ষণের জন্য, রাজ্য সরকারের সিনিয়র অফিসারদের জেলাগুলিতে মোতায়েন করা হচ্ছে।

জেলায় গিয়ে এই অফিসাররা কী করবেন, সে বিষয়েও মুখ্যসচিব দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মনোজ পন্থের নির্দেশ, সিনিয়র আমলারা জেলাগুলি পরিদর্শন করবেন এবং নির্ধারিত জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। প্রকল্পগুলির কাজ নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করবেন। কোথাও প্রকল্পে দেরি হলে বা মানুষের কোনও অভিযোগ থাকলে তার দ্রুত এবং নিশ্চিত সমাধান করবেন। জনঅভিযোগের নিষ্পত্তি যাতে সঠিক সময়ে ও যথাযথভাবে হয়, তার জন্য বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনে নবান্নে ফিডব্যাক, রিপোর্ট ও সুপারিশও পাঠাবেন এই শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রশাসনিক মহলের মতে, সামনের বছরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে দ্রুত সরকারি প্রকল্পগুলির কাজ সেরে ফেলতে চায় রাজ্য সরকার। এ বিষয়ে কোনও দীর্ঘসূত্রতা চান না মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবারই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যাঁরা দ্রুত ও ভালো কাজ করবেন, তাঁদের পুরস্কৃত করবে রাজ্য সরকার।

প্রধানমন্ত্রী নৌদিবসে ভারতীয় নৌবাহিনীর জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

নতুন দিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নৌদিবস উপলক্ষে ভারতীয় নৌবাহিনীর জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শ্রী মোদী জানিয়েছেন, আমাদের নৌবাহিনী ব্যতিক্রমী শৌর্য এবং নিষ্ঠার প্রতিরূপ। তারা আমাদের উপকূল রক্ষা করে এবং আমাদের সামুদ্রিক স্বার্থ বজায় রাখে। শ্রী মোদী বলেছেন, "আমি এবছরের দেওয়ালি কখনও ভুলবো না। ওই দিন আমি আইএনএস বিক্রান্তে কাটিয়েছি নৌসেনাদের সঙ্গে। আগামীদিনের জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।"

প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ পোস্ট করেছেন :

"নৌদিবসের শুভেচ্ছা ভারতীয় নৌবাহিনীর সকল জওয়ানকে। আমাদের নৌবাহিনী ব্যতিক্রমী সাহস এবং নিষ্ঠার সমার্থক। তারা আমাদের উপকূল রক্ষার পাশাপাশি আমাদের সামুদ্রিক স্বার্থকে রক্ষা করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের নৌবাহিনী নজর দিয়েছে স্বনির্ভরতা এবং আধুনিকীকরণের ওপর। এতে বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের নিরাপত্তার সরঞ্জাম।

আমি এবছরের দেওয়ালি ভুলতে পারবো না। ওই দিনটি আমি কাটিয়েছি নৌবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে আইএনএস বিক্রান্তের ওপর। আগামীদিনগুলির জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীকে জানাই আমার শুভেচ্ছা।"

সম্পাদকীয়

শাহের বিরুদ্ধে তোপ মুখ্যমন্ত্রী মমতার

বাংলায় ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর হতে দেবেন না বলে শুরুতে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । যদিও শেষমেশ শুরু হয়েছে। গোটা প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপও শেষের পথে। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা জানালেন, এসআইআর করতে না দিলে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হত।মুখ্যমন্ত্রী আগেই অভিযোগ করেছিলেন, এসআইআর করে আসলে এনআরসি-র পথ সুগম করা হচ্ছে। কিন্তু সেই এনআরসি তিনি এ রাজ্যে হতে দেবেন না বলে এ বার হুঁশিয়ারি দিলেন মমতা। বললেন, গলা কেটে দিলেও বাংলায় এনআরসি হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "ভাগ্যিস আমি বীরভূমে জন্মেছিলাম! নয়তো আমাকেও বাংলাদেশি বলত। শুনে রাখুন, বাংলায় এনআরসি করতে দেব না। আমার গলা কেটে দিলেও এখানে কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, কাউকে তাড়াব না। রোহিঙ্গা বাংলায় কোথা থেকে আসবে? রোহিঙ্গা তো আসবে মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা দিয়ে। সীমান্ত, আইটিবিপি, বিএসএফ, পাসপোর্ট, ভিসা- সবই তো কেন্দ্রের হাতে। এখন দোষ দিলে হবে?"বিজেপির এমনই পরিকল্পনা ছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এই 'চালাকি' তিনি ধরেও ফেলেছেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার বহরমপুরে মমতার সভা ছিল। সেখানে এসআইআর রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এসআইআর নিয়ে ভয় পাবেন না। শুধু নিজেদের নথিগুলো জমা দিন। যদি এসআইআর না করতে দিতাম, তা হলে ভোট না করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত।" এর পরেই শাহের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মমতা। তিনি বলেন, "বুঝেছেন অমিত শাহের চালাকি? আমরা অত বোকা নই বাবুমশাই, গোদিভাই! আমরা করব, লড়ব। আমরা জিতে দেখাব। আমাদের ভাতে মারা যাবে না। সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যাবে না।"

এসআইআর প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের 'নীতি' নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মমতা। তাঁর প্রশ্ন, কেন বিজেপিশাসিত রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে না? মমতা বলেন, "যে সব রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় নেই, সেখানেই কেন ভোটের আগে এসআইআর হবে? অসম, ত্রিপুরায় বাংলাদেশের সীমান্ত নেই? সেখানে কেন এসআইআর হবে না? বিজেপি ক্ষমতায় আছে বলে?" এসআইআর নিয়ে ধর্মের রাজনীতি হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "প্রতি বছর ৬ ডিসেম্বর সম্প্রীতি দিবস পালিত হয়। সব ধর্মের মানুষ সেখানে অংশগ্রহণ করেন। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের রক্ষা করবেন, এটাই তো নিয়ম। বাংলা সব ধর্মকে সম্মান করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মানবে না।" এর পর বিজেপির উদ্দেশে মমতা বলেন, "যাঁরা এসআইআর আবহে মারা গিয়েছেন, তার মধ্যে তো অর্ধেকের বেশি হিন্দুও রয়েছেন। যে গাছের ডালে বসেছেন, সেই ডাল কাটবেন না!"

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ছাব্বিশতম পর্ব)

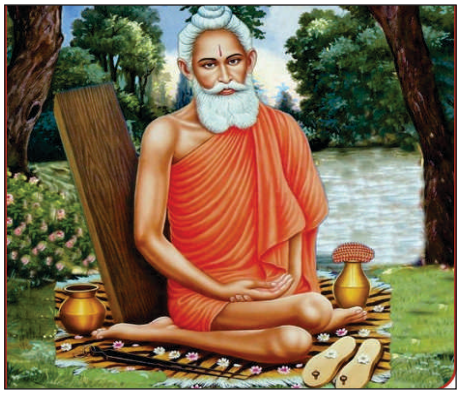

না দেখে, বাবা লোকনাথের আশ্রমে ছেলেকে দান করে যান। বাবা জানকীনাথকে বারদী আশ্রমের দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদান করেন। গুরুকৃপায় জানকীনাথ ব্রহ্মচারী এক উচ্চ সাধক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। বাবার নয়নের মনি ছিলেন তিনি, অসম্ভব স্নেহ করতেন জানকীনাথকে। বাবা লোকনাথের সমাধির পাশেই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

নতুন ষড়যন্ত্রের ছক মাসুদের

মহিলা যোগ দিয়েছেন। অনেক বোন জানিয়েছেন নিয়োগের পরেই তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে এবং তাঁরা জীবনের লক্ষ্য বুঝতে পেরেছে। জেলা ইউনিট গঠন করা হবে, প্রতিটি জেলায় একজন মুন্তাজিমা (ব্যবস্থাপক) থাকবে এবং কাজ বিতরণ করা হবে।"

গত ৮ অক্টোবর বাহাওয়ালপুরের মারকাজ উসমান-ও-আলিতে জইশের মহিলা শাখা 'জামাত-উল-মুমিনাত' গঠনের কথা ঘোষণা করেছিল মাসুদ আজহার। এরপর গত ১৯ অক্টোবর সংগঠনটি পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের রওলকোটে নতুন ইউনিটের জন্য মহিলা সদস্য নিয়োগে 'দুখতারান-ই-ইসলাম' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। এবার ৫০০ টাকা 'অনুদানে'র বিনিময়ে অনলাইনে জেহাদের পাঠ দেওয়া শুরু করল মাসুদের সংগঠন। এই মহিলা ব্রিগেডের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাসুদ আজাহারের বোন সাদিয়া আজাহার। অপারেশন সিঁদুরে সাদিয়ার স্বামী ইউসুফের মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, মাসুদের ঘোষণা মাফিক, জামাত উল মোমিনাতে মহিলাদের অনলাইনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই অনলাইন ক্লাসগুলি ৪০ মিনিটের এবং প্রতি অংশগ্রহণকারীকে ৫০০ টাকা দিতে হচ্ছে।

গত মাসে দিল্লিতে গাড়ি বিস্ফোরণের পর জামাত উল মোমিনাত খবরের শিরোনামে উঠে আসে। ওই বিস্ফোরণে ১৩ জন নিহত হন। দিল্লির কাছে ফরিদাবাদ থেকে বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধারের পর গ্রেপ্তার হওয়া ডাক্তার শাহীন সাইদ। তিনি জইশের সন্ত্রাসবাদী শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

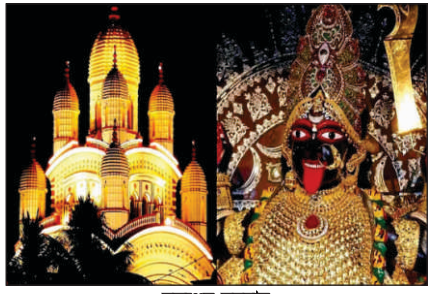

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মতাঁহার গ্রীবা তিনটি এবং স্কন্ধ ছয়টি। প্রধান হাত চব্বিশটি, তাহার বারটি দক্ষিণে আর বারটি বামে। প্রধান হাতের পর অনেকগুলি গৌণ হাত আছে। সর্বশুদ্ধ প্রধান ও অপ্রধানে মিলাইয়া তাঁহার হাত চব্বিশ সহস্র।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মন কি বাতের ১২৮ তম পর্বের কিছু তথ্য প্রধানমন্ত্রী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

(শেষ পর্ব)

Local মন্ত্র সঙ্গে নিয়ে চলার কথা বলি। এই কয়েকদিন আগে G-20 শিখর সম্মেলনের সময় যখন বিশ্বের অনেক নেতাদের উপহার দেওয়ার কথা হচ্ছিল তখন আমি আবার বললাম Vocal for Local আমি দেশবাসীর তরফে বিশ্বের নেতাদের যে উপহার দিয়েছি সেখানে এই ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। G-20 সম্মেলনে আমি দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতিকে ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তি উপহার দিয়েছি। এটি তামিলনাড়ুর তাঞ্জাবুরের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে যুক্ত চৌলদের সময়ের শিল্পকলার এক চমৎকার উদাহরণ। কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে রুপোর তৈরি ঘোড়ার প্রতিকৃতি দেওয়া হয়। এটি রাজস্থানের উদয়পুরের উল্লেখযোগ্য শিল্পকলার নিদর্শন। জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে রুপোর বুদ্ধের প্রতিকৃতি উপহার দেওয়া হয়। এতে তেলেঙ্গনা এবং করিমনগরের প্রসিদ্ধ সিলভার ক্রাফটের সূক্ষ্ম কাজ সম্পর্কে জানা যায়। ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে ফুলের আকৃতির রুপোর আয়না উপহার দেওয়া হয়। এটিও করিমনগরের ঐতিহ্যবাহী ধাতু শিল্পকলার নিদর্শন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে আমি পেতলের ওরলি উপহার দিয়েছি। এটি কেরালার মুন্নারের একটি উৎকৃষ্ট শিল্প। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে বিশ্ব যেন ভারতীয় শিল্প, কলা এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হয়, আমাদের শিল্পীদের প্রতিভা যেন বিশ্বের মঞ্চ পায়।

বন্ধুরা, আমি খুশি যে ভোকাল ফর লোকালের এই ভাবনা দেশের কোটি কোটি মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে নিয়েছেন। এই বছর যখন আপনারা উৎসবের কেনাকাটার জন্য বাজারে গিয়েছিলেন তখন একটি বিষয় আপনারা সকলে নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন। সকলের পছন্দ এবং বাড়িতে নিয়ে আসা সামগ্রীর মধ্যে একটি বিষয় স্পষ্ট যে দেশ স্বাদেশিকতার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। মানুষ স্বেচ্ছায় ভারতে উৎপাদিত সামগ্রী বেছে নিচ্ছেন। ছোট ছোট দোকানদাররাও এই পরিবর্তন অনুভব করেছেন। তরুণরাও এবার ভোকাল ফর লোকাল অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছেন। আগামী কিছুদিনের মধ্যে বড়দিন এবং নববর্ষের কেনাকাটার নতুন উদ্যম শুরু হবে। আমি আপনাদের আবার মনে করিয়ে দেব যে ভোকাল ফর লোকালের মন্ত্র মনে রাখবেন। সেই জিনিস কিনবেন যা আমাদের দেশে তৈরি। সেই জিনিসই বিক্রি করবেন যার সঙ্গে দেশবাসীর পরিশ্রম যুক্ত।

আমার প্রিয় দেশবাসী, ভারতীয় খেলাধুলার ক্ষেত্রে এই মাস ছিল সুপারহিট। ভারতীয় মহিলা দলের আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ জয় দিয়ে শুরু হয়েছিল এই মাস। কিন্তু এরপরেও মাঠে আরো বেশি অ্যাকশন দেখা গেছে। কিছুদিন আগে টোকিওতে ডেফ অলিম্পিকস আয়োজিত হয়েছিল, যেখানে ভারত এখনও পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শনের মাধ্যমে ২০টি পদক জিতেছে। আমাদের মহিলা খেলোয়াড়রাও কবাডি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। পুরো টুর্নামেন্টে তারা উন্নত মানের প্রদর্শন করে প্রত্যেক ভারতবাসীর মন জিতে নিয়েছে। ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাপ ফাইনালেও আমাদের খেলোয়াড়দের উল্লেখযোগ্য প্রদর্শন ছিল যেখানে তাঁরা কুড়িটি পদক জিতেছেন।

বন্ধুরা, যে বিষয়টি নিয়ে আরো বেশি আলোচনা চলছে সেটি হল আমাদের মহিলা দলের ব্লাইন্ড ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ জয়। সবথেকে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের এই টিম একটিও ম্যাচ না হেরে এই টুর্নামেন্ট জিতেছে। এই টিমের সব খেলোয়াড়কে নিয়ে দেশবাসী গর্বিত। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এই টিমের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই টিমের সংকল্প, তাদের ভাবাবেগ আমাদের অনেক কিছু শেখায়। আমাদের খেলাধুলার ইতিহাসে এই জয় সবথেকে বড় জয়ের মধ্যে একটি, যা সব ভারতীয়কে প্রেরণা জোগাবে।

বন্ধুরা, আজকাল আমাদের দেশে endurance sports-এর একটি নতুন ধারা খুব তাড়াতাড়ি উঠে আসছে। Endurance sports বলতে আমি সেই সব স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটির সম্পর্কে বলছি যেখানে আপনার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ম্যারাথন এবং বাইকথনের মত বিশেষ ইভেন্ট কিছু বিশেষ মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে যে সমগ্র দেশে প্রতিমাসে ১৫০০র বেশী endurance sports-এর আয়োজন করা হয়। এই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করার জন্য অ্যাথলেটরা দূর-দূরান্তে পাড়ি দেন।

বন্ধুরা, endurance sports-এর এক উদাহরণ আইরনম্যান ট্রায়াথ্যালন। কল্পনা করুন, যদি বলা হয় আপনাকে একদিনেরও কম সময়ের মধ্যে তিনটি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। যথা সমুদ্রে চার কিলোমিটার সাঁতরানো, একশো আশি কিলোমিটার সাইকেল চালানো ও প্রায় ৪২ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ানো। তখন আপনি ভাববেন তা কি করে সম্ভব। কিন্তু যারা অসমসাহসী তারা এই কাজও সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। তাই এর নাম আইরনম্যান ট্রায়াথ্যালন।

সম্প্রতি গোয়ায় এমনই এক খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। ইদানিং এই ধরনের অনুষ্ঠানে অনেকেই উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। এইরকম আরো অনেক প্রতিযোগিতা রয়েছে যা আমাদের তরুণ বন্ধুদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ইদানিং অনেকেই ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেলের মত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য একত্রিত হচ্ছেন। এই সমস্ত বিষয়ই ফিটনেস এর মানসিকতাকে উৎসাহিত করছে।

বন্ধুরা, প্রতিমাসে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার জন্য সবসময়ই এক নতুন অভিজ্ঞতা। আপনাদের গল্প, আপনাদের প্রচেষ্টা, আমাকে নতুন প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। চিঠিতে আপনাদের পাঠানো পরামর্শ, আপনাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা, ভারতের বৈচিত্র্যকে আমাদের এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে অনুপ্রাণিত করে। আগামী মাসে আমাদের যখন দেখা হবে তখন ২০২৫ সাল প্রায় শেষের পথে। দেশের বেশিরভাগ অংশে শীতের তীব্রতা বাড়তে থাকবে। শীতের এই মরশুমে নিজের এবং পরিবারের বিশেষ যত্ন নিন। আগামী মাসে আমরা অবশ্যই কিছু নতুন বিষয় এবং নতুন ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করব। অনেক অনেক ধন্যবাদ।

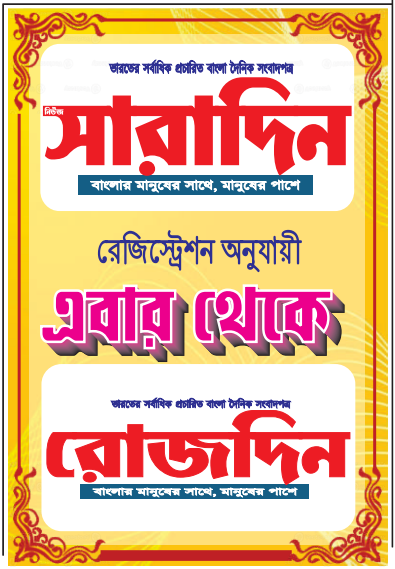

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

সন্তোষ দত্ত এক অনন্য মানুষ

ঝুমা সরকার

(শেষ পর্ব)

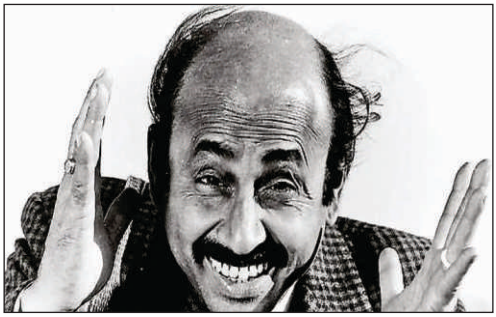

সঙ্গে তিনি ছিলেন সমান ভাবে সাবলীল। তপন সিংহ বা তরুন মজুমদারের ছবিতেও তাঁর অভিনয় দক্ষতার ছাপ তেমনি সুস্পষ্ট। 'ওগো বধূ সুন্দরী' ছবিতে মহানায়ক উত্তম কুমারের পাশে তাঁর অভিনয় সমানভাবে আকর্ষণীয়। সেখানেও সহজ সাধারণ অবলাকান্তের চরিত্রটিও জটায়ুর মতো আজও সম্মান আকর্ষণীয়।

তাঁর অভিনীত প্রত্যেকটা ছবিতেই তিনি চরিত্রের প্রয়োজন অনুসারে নিজেকে কখনো গড়েছেন কখনো ভেঙেছেন। সহজ সরল মানুষটি বাস্তব জীবনে ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর, স্বল্পভাষী ও প্রচুর পড়াশোনা জানা একজন মানুষ। যিনি ভোজন রসিক ও রন্ধন পটুয়াও বটে। মোহনবাগানের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। ছুটির দিনে বাজারে গিয়ে নিজের হাতে মাংস আনতেন, তারপর নিজেই জমিয়ে সেই মাংস রান্না করতেন।

একই জীবনের তাঁর এই বিপরীত সত্তার সহাবস্থানই তাঁকে অন্যান্য অভিনেতাদের থেকে আলাদা করেছিল।

১৯২৫ সালের ২রা ডিসেম্বর ঢাকায় তাঁর জন্ম হয়। এই বছর অর্থাৎ ২০২৫ তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী।

তিনি যখন বছর সাতেকের সেই সময় ঢাকা থেকে বাবার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতার ৪৯ নম্বর আমহার্স্ট রো, কলকাতা- ৭০০০০৯ এই ছিল তাঁর আমৃত্যু ঠিকানা। তবে বর্তমানে এই বাড়িটি হাত বদলে অন্য মালিকানায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পাড়া-প্রতিবেশীরা আজও তাঁকে ভোলেননি।

১৯৮৮ সালের ৫ মার্চ চলচ্চিত্রের আকাশে নক্ষত্রপতন ঘটে। সন্তোষ দত্তের মৃত্যুতে সব থেকে বড় আঘাত পেয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। তিনি এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে ঘোষণা করেছিলেন, যে তিনি আর ফেলুদা বানাবেন না। কারণ সত্যজিৎ রায়ের চোখে সন্তোষ দত্তের কোনো বিকল্প ছিল না।

কিংবদন্তি অভিনেতা সন্তোষ দত্তের জন্মশতবর্ষে তাঁরই বাসভবনের কাছে একটি আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে স্থানীয় সংস্থা 'আমাদের প্রয়াস'। এদের সাথে যুক্ত আছেন রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা ইস্ট সেন্ট্রাল। মূর্তিটি তৈরি করেছেন শিল্পী অমল পাল, যিনি সন্তোষ দত্তের পুরনো প্রতিবেশী। অমল পাল যে আবক্ষ মূর্তিটি তৈরি করেছেন সেটি জটায়ুকে ঘিরে নয়। মূর্তি তৈরি হয়েছে অভিনেতা তথা আইনজীবী সন্তোষ দত্তের। যিনি কথায় কথায় মানুষকে হাসিয়ে দিতে পারতেন।

আজকের এই যান্ত্রিক সময়ে যখন বাঙালিয়ানা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে, তখনও তাঁর অভিনীত সিনেমা থেকে আজও কেউ নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। সন্তোষ দত্তের মত মানুষের প্রয়োজনীয়তা সেই কারণেই তো আরও বেশি করে অনুভূত হয়। তাঁর জটায়ু চরিত্রটি আমাদের শেখায় যে, সবাই সবকিছু জানে না তাই সেই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে তাঁর মধ্যে কোন লজ্জা নেই। অর্থাৎ নিজের দুর্বলতা নিয়ে লজ্জিত হবার কিছু নেই। তাঁর অভিনীত চরিত্রের কারণে তিনি সেই সময় বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও অভিনেতা হিসাবে তিনি কখনোই নিজেকে সাধারণ মানুষের থেকে সরিয়ে রাখেননি। তাইতো তাঁর প্রতিবেশীদের চোখের পাতা আজও ভিজে ওঠে তাঁকে স্মরণ করে। পাড়ার মানুষের কাছে তিনি শুধুই সন্তোষ দা। তাঁর বাড়িতে প্রথম টেলিভিশন আসার সুবাদে পাড়ার ছেলেরা তাঁরই বসার ঘরে বসেই দিব্যি খেলা দেখত। সেই বসার ঘরটাই সকালে ছিল তাঁর ওকালতির চেম্বার। যেখানে চোখে মোটা চশমা হাতে পাইপ নিয়ে ক্লাইন্টদের মাঝখানে তিনি বদলে যেতেন এক অন্য মানুষে।

সকালে জুনিয়র অশোক বক্সীর গাড়ি এসে দাঁড়াত। একটু পরেই সন্তোষ দত্ত উকিলের পোশাক পড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা গাড়িতে। শুটিংয়ের ফাঁকে ফাঁকেও আইনের মোটা বইয়ে মুখ গুঁজতেন তিনি। নাটকের মঞ্চ থেকে সন্তোষ দত্তকে চলচ্চিত্রে নিয়ে এসেছিলেন প্রথম সত্যজিৎ রায়। আজ আবার প্রতিবেশী অমল পালের হাত ধরে পাড়ায় ফিরছেন তাদের অত্যন্ত প্রিয় সন্তোষ দা।

আজ তাঁর শতবর্ষে দাড়িয়ে মনে হয় তিনি আমাদের ছেড়ে আসলে কোথাও জাননি। বাঙালি যতবার উট দেখবে, যতবার বেনারসের গলি দিয়ে হাঁটবে, যতবার রহস্য রোমাঞ্চ ভরা গল্প দেখবে বা পড়বে ততবারই তাদের মনে ফিরে আসবে সদা হাস্যমুখ সেই সন্তোষ দত্ত। তাইতো তিনি ছিলেন, আছেন আগামীতেও থাকবেন।

(৩ পাতার পর)

চাকরি বহালের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে লড়তে চান বিকাশ, পাশে দাঁড়াল সিপিএম

গতকাল প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ খারিজ করে প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল রাখেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চ। রায়ে বিচারপতিরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, উদ্দেশ্যহীন তদন্ত ও তার থেকে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে আদালত কখনও চাকরি বাতিলের মতো নির্দেশ দিতে পারে না। যদিও এই রায়কেই 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে বুধবারই মন্তব্য করেছিলেন সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। এবার একধাপ এগিয়ে কেউ মামলা করলে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করবেন বিকাশবাবু। এই কথা বলে চাকরিপ্রার্থীদের আবার ভয় দেখানো হচ্ছে এমন অভিযোগও উঠেছে। তবে বিকাশরঞ্জনের বক্তব্য, 'যদি মামলাকারীরা সুপ্রিম কোর্টে যান, তা হলে নিশ্চয়ই লড়ব।'

এদিকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরা রায় দেওয়ার সময় পর্যবেক্ষণ ছিল, ন্যায়বিচারের সময় আদালতকে একটি সীমার মধ্যে থেকেই কাজ করতে হয়। আদালত নিজের পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী, নতুন নীতি তৈরি করে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বদল আনতে পারে না। সব নিয়োগ বাতিল করার জন্য আদালতের সামনে প্রমাণ এবং সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। এই মামলার তথ্য থেকে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে সেটা বলা যাচ্ছে না। তবে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সেসব মানতে নারাজ। তাঁর মতে, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এতে প্রশ্রয় পাবে। যদিও বিকাশরঞ্জনের এমন কথা আদালত অবমাননার সামিল বলে দাবি করেছেন ৎণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সুতরাং এই চাকরি বহাল থাকা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে।

সিনেমার খবর

দিল্লির ‘ভয়াবহ’ বায়ুদূষণ নিয়ে শঙ্কিত, যা বললেন অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন নিজের আগামী সিনেমা ‘তেরে ইশক মে’-এর প্রচার অনুষ্ঠানে এসে রাজধানী দিল্লির পরিবেশ নিয়ে শঙ্কার কথা জানান। দিল্লির বাতাস দিন দিন যেন বিষাক্ত হয়ে উঠছে। বায়ুদূষণের মাত্রা এতটাই ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তা নিয়ে এবার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন অভিনেত্রী।

সম্প্রতি ‘তেরে ইশক মে’ সিনেমার প্রচার অনুষ্ঠানে কৃতি শ্যানন বলেন, দিল্লির বাতাসের গুণমান বা ‘এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স’ (একিউআই) ৪৩০ ছাড়িয়েছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ পরিস্থিতি তাকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে।

এর মধ্যেই দিল্লির দূষণ ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে সেখানে বেশ কিছু সিনেমার শুটিং বাতিল এবং পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিনেত্রীর ‘ককটেল ২’ সিনেমার শুটিংও দিল্লির অত্যধিক দূষণ এবং বিস্ফোরণ আতঙ্কের কারণে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যে সিনেমায় অভিনয় করছেন অভিনেতা শাহিদ কাপুর ও অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানাও।

কৃতি বলেন, যদি সময় থাকতেই যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। আমাদের সবার দায়িত্ব এ বিষয়টি দেখা। এই গুরুতর বিষয়ে দৃষ্টিপাত করার সময় এসে গেছে। এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে আগামীতে এ পরিস্থিতি আরও জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠবে বলে জানান অভিনেত্রী।

উল্লেখ্য, অভিনেত্রী কৃতি শ্যাননকে দেখা যাবে আনন্দ এল রাই পরিচালিত ‘তেরে ইশক মে’ সিনেমায়। এতে তার বিপরীতে অভিনয় করছেন দক্ষিণী তারকা ধানুশ।

জিতুর সঙ্গে রোমান্টিক দৃশ্যে আর অভিনয় করবেন না দিতিপ্রিয়া, কিন্তু কেন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতার ছোটপর্দার দুই জনপ্রিয় অভিনেতা জিতু কমল ও অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায় রোমান্টিক সিরিয়াল ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’-এ জুটি বেঁধে পরিচিতি পান। তবে দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মধ্যে বেশ চর্চা চলছে। জিতুর সঙ্গে রোমান্টিক দৃশ্য আর অভিনয় করবেন না বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া। এরপর থেকেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ঝড় ওঠে।

এ বিষয়টি নিয়ে চর্চার মধ্যে ধারাবাহিকটি থেকে সরে দাঁড়ালেন দিতিপ্রিয়া রায়। ২৪ নভেম্বর দুপুরে কলকাতার আর্টিস্ট ফোরামকে এক ই-মেইলে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান ছোটপর্দার এ জনপ্রিয় অভিনেত্রী। ইমেইলবার্তায় দিতিপ্রিয়া লিখেছেন, ‘তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। ফলে সেটে আর ফিরতে পারবেন না।’

এ বিষয়ে তারা কোনো রকম হস্তক্ষেপ করাকে অনৈতিক বলে মনে করে আর্টিস্ট ফোরাম। শনিবার (২২ নভেম্বর) আর্টিস্ট ফোরাম নায়ক-নায়িকার ঝামেলা মেটাতে একটি বৈঠকে বসেছিল। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জিতু-দিতিপ্রিয়াসহ চ্যানেল ও প্রযোজনা সংস্থার প্রতিনিধিরা।

সেখানে অভিনেত্রী জানান, তিনি আর এই ধারাবাহিকে কাজ করতে চান না। টেকনিশিয়ানসহ বাকিদের স্বার্থের কথা ভেবে দিতিপ্রিয়াকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো হয়েছিল। তবে সায় দেননি অভিনেত্রী। দিতিপ্রিয়ার সিদ্ধান্তের বিষয়টি চ্যানেল ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানকে জানিয়েছে আর্টিস্ট ফোরাম। ফোরাম বলছে, বিষয়টি নিয়ে চ্যানেল ও প্রোডাকশন হাউস সিদ্ধান্ত নেবে।

এখন প্রশ্ন উঠছে— অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া সরে দাঁড়ালে সিরিয়ালটির কী হবে? ‘অপর্ণা’ চরিত্রে কাকে দেখা যাবে? তবে সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর মেলেনি।

বড়দিনে ফের মুখোমুখি দেব–শুভশ্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত বছর ২০ ডিসেম্বর একই দিনে মুক্তি পেয়েছিল ‘খাদান’ ও ‘সন্তান’—দুটি ভিন্ন ঘরানার ছবি। তখনই দর্শক ও সমালোচকের নজর এড়িয়ে যায়নি দেব ও শুভশ্রীর নীরব প্রতিযোগিতা। চলতি বছর ‘ধুমকেতু’র প্রচারে একসঙ্গে মঞ্চে উঠলেও পরবর্তী ঘটনায় তাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার ঝড় ওঠে।

এখন দুই তারকাই ব্যস্ত বড়দিনের নতুন ছবির প্রচারে। দেবের ‘প্রজাপতি ২’ এবং শুভশ্রীর ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’—উভয় ছবি বড়দিনেই মুক্তির কথা। স্বাভাবিকভাবেই বক্স অফিসে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যেতে পারে।

২৪ নভেম্বর একই সময়ে মুক্তি পেয়েছে দুটি ছবির দুটি গান। ‘প্রজাপতি ২’-এর ‘ফুটবেই বিয়ের ফুল রে’ এবং ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’-এর ‘দেখো দেখো কানাইয়ে’—দুটি গানই প্রকাশের পরপরই দর্শকের মাঝে সাড়া ফেলেছে। শুভশ্রীর একেবারে নতুন লুক যেমন দর্শককে আকর্ষণ করেছে, তেমনি দেবের গানে ফিরেছে পুরনো দিনের নস্টালজিয়ার আবহ।

ভিন্ন স্বাদের এই দুই ছবি দর্শকদের কতটা টানতে পারে তা এখনো অনিশ্চিত। তবে নিশ্চিত—দেব ও শুভশ্রীর প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় থাকছেন কোয়েল মল্লিকও, যিনি মিতিন মাসীর চরিত্রে বড় পর্দায় ফিরছেন।

‘প্রজাপতি ২’ দিয়ে আবারও একসঙ্গে পর্দায় ফিরছেন দেব ও মিঠুন চক্রবর্তী। দেবের বিপরীতে থাকছেন জ্যোতিময়ী। ছবিতে একজন সিঙ্গেল বাবার জীবনসংগ্রাম ও ছেলেকে ঘিরে তার দুশ্চিন্তার গল্প ফুটে উঠবে।

অন্যদিকে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ ছবিতে শুভশ্রীর সঙ্গে অভিনয় করছেন যীশু সেনগুপ্ত, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, পাওলি দাম, প্রিয়াঙ্কা সরকার, পার্থ ভৌমিক ও আরাত্রিকা মাইতি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যর চরিত্রে থাকছেন দিব্যজ্যোতি দত্ত।

বড়দিনের মুক্তি, নতুন গান এবং তারকাদের প্রচার—সব মিলিয়ে আগাম ইঙ্গিত দিচ্ছে, এই উৎসব মৌসুমে দেব-শুভশ্রীর পর্দার প্রতিযোগিতা দর্শকের জন্য বাড়তি রোমাঞ্চ বয়ে আনতে যাচ্ছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও একই গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালের পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। ক্রীড়াবিষয়ক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে মাঠে নামবে দুই দল। এটি হবে সম্প্রতি এশিয়া কাপে নানা বিতর্কের পর তাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক মুখোমুখি লড়াই।

ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপে রয়েছেন আরও তিন দল- যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস ও নামিবিয়া।

ভারত তাদের বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে ৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে, এরপর ১২ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে নামিবিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে পাকিস্তান, এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে মুখোমুখি হবে। গ্রুপপর্বে প্রতিদিন তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

এই বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা এবং ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত চলবে। পাকিস্তান তাদের সব ম্যাচ খেলবে কলম্বো ও ক্যান্ডিতে।

২০ দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুই দল সুপার এইটে উঠবে। এরপর সুপার এইট থেকে চারটি দল সেমিফাইনালে উঠবে এবং তারপরে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। ভারত যদি সুপার এইটে উঠতে পারে, তাদের ম্যাচ হবে আহমেদাবাদ, চেন্নাই ও কলকাতায়। সেমিফাইনাল হবে মুম্বাইয়ে। ফাইনাল আহমেদাবাদে হওয়ার কথা থাকলেও পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে ফাইনাল ভেন্যু কলম্বোতে স্থানান্তরিত হতে পারে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ২০ দল: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, নেপাল, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

মেসিকে আর্জেন্টিনার করে দেওয়া সেই ফুটবল সংগঠক আর নেই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্পেন জাতীয় দলে খেলার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে লিওনেল মেসিকে আর্জেন্টিনার জার্সিতে স্থায়ীভাবে যুক্ত করতে যিনি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন, সেই প্রভাবশালী ফুটবল সংগঠক ওমার সাউতো আর বেঁচে নেই। ৭৩ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার মৃত্যুতে আর্জেন্টাইন ফুটবল অঙ্গনে নেমে এসেছে গভীর শোক।

আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে (এএফএ) তিন দশকেরও বেশি সময় কাজ করেছেন সাউতো। তার প্রয়াণে মেসি, এএফএ এবং সংগঠনের সভাপতি ক্লাউডিও তাপিয়া গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

বার্সেলোনার লা মাসিয়া একাডেমিতে বেড়ে ওঠায় স্পেন জাতীয় দলে খেলার সুযোগ ছিল মেসির সামনে। কাতালুনিয়ায় ক্যারিয়ার শুরু করায় স্প্যানিশ ফুটবল কর্মকর্তারাও তাকে দলে টানতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন ওমার সাউতো। তিনি মেসির বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলার সব প্রক্রিয়া নিশ্চিত করেন।

সাউতোর মৃত্যুতে শোক জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন মেসি। তিনি লিখেছেন, 'আপনি সবসময় আমার পাশে ছিলেন। আপনার কারণেই আর্জেন্টিনা আমাকে গুরুত্ব দিয়েছে। আপনাকে ভুলে থাকা অসম্ভব। আমার মতো যেসব ফুটবলার জাতীয় দলে আপনার সান্নিধ্যে ছিল, তারা কেউই আপনাকে ভুলবে না। শান্তিতে থাকুন, সাউতো।'

এএফএও এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করে লিখেছে, 'দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের জাতীয় দলের পরিচিত মুখ ওমার সাউতো আর নেই। ধন্যবাদ সাউতো, আপনার প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ। দলের প্রতি আপনার নিবেদন, মানবিকতা আর ভালোবাসার তুলনা ছিল না।'

সভাপতি ক্লাউডিও তাপিয়াও তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, 'আকাশ আরও এক আর্জেন্টাইন আত্মাকে বরণ করে নিল। জাতীয় দলের জন্য সাউতো যা করে গেছেন, সেটার মূল্য ভাষায় বোঝানো অসম্ভব। তিনি সবসময় উদাহরণ হয়ে থাকবেন।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অ্যাম্বাসেডর হলেন রোহিত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১০ম আসর। আসন্ন এই বিশ্বকাপে ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ভারতীয় সাবেক অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

গত বছর সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে নেয়। হিটম্যান খ্যাত ভারতীয় এই তারকাকে এবার বড় সম্মান জানালো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

রোহিত শর্মাকে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে বেছে নেয় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সাবেক সচিব ও বর্তমানে আইসিসির সভাপতি জয় শাহ।

আইসিসি সভাপতি এক টুইটবার্তায় লেখেন, আমার জন্য সম্মানের বিষয় যে আমরা বিশ্বকাপে রোহিত শর্মার মতো তারকাকে অ্যাম্বাসেডর হিসেবে বেছে নিতে পেরেছি।

রোহিত শর্মা গত ৯টি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি টি-টোয়েন্টিতে রেকর্ড ৫টি সেঞ্চুরির সাহায্যে রেকর্ড সর্বোচ্চ ৪ হাজার ২৩১ রান করেন। সম্প্রতি পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বাবর আজম রোহিত শর্মাকে ছাড়িয়ে রান সংগ্রহে রেকর্ড গড়েন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR